

দ্বন্দ্বের মীমাংসা

শ্রদ্ধেয় মুক্তমনামহোদয়

আপনারা বিজ্ঞবিবেকবান, সুন্দরানন্দের অশেষ্টা, মুক্তবুদ্ধিবৃদ্ধির সাধক, মঞ্জলকামনার বাণীবাহক মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। আপনাদের কাছে আমি সবিনয় অনুরোধ করছি, আপনাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করুন।

মাও সেতুঙ ১৯৪২ সালে একটি দ্বন্দ্ব মীমাংসার সূত্র প্রদান করেন- ‘ঐক্য-সমালোচনা-ঐক্যের বন্ধন’। তিনি বিশদভাবে এর অর্থ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে-

১. ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু করতে হয়;
২. সমালোচনার মাধ্যমে নির্ভুল ও ভুল প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়;
৩. সমালোচনার পর নতুন ভিত্তিতে নতুন ঐক্যে উপনীত হয়ে দ্বন্দ্বের মীমাংসা ঘটাতে হয়।

এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে মাও সেতুঙ, ১৯৪২ সালে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেন। আমি মনে করি আপনারাও পারবেন। এর সঙ্গে আমি মনে করি একজন মুক্তমনা মানুষের মনে রাখা উচিত-

১. নির্মম ও নির্দয় আঘাতের মাধ্যমে দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় না। বরং ইম্পাতের মত দৃঢ় হয়ে গড়ে ওঠে।
২. নতুন প্রজন্মের কাছে দ্বন্দ্ব তুলে ধরা অনায়াস না, কিন্তু ভবিষ্যতের ভুল এড়াবার জন্য অতীত ও বর্তমানের ভুল শোধরে নেওয়া সমচীন। নতুবা নতুন প্রজন্মের মানসে অনৈক্যের ও মতভেদের প্রভাব ফেলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে।
৩. সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জীবানু সরানো ভালো; তবে জীবানু দিয়ে সমাজকে কুলসিত করা উচিত না, এতে অনিবার্যভাবেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।
৪. আলোচনা, পর্যালোচনা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা হচ্ছে আত্মশিক্ষার মৌলিক নিয়ম।
৫. সমাজে অনবরতই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং অনবরতই দ্বন্দ্বের সমাধান হয়, তাই একে অন্যের মধ্যকার দ্বন্দ্বগুলো বুঝে নিয়ে, সমাধান করার জন্য সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা উচিত।
৬. মুক্তমনার পথকে সুগম করার জন্য নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে মীমাংসা করাই আবশ্যিক। নতুবা আপনাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ তো হবেই না, বরং আমাদের জন্য ক্ষতিকরই হবে।

আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার এ চিঠির জন্য; আমি আপনাদের অনেক ছোট, তবুও বলতে হচ্ছে বলে বলছি। ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

হিমেল সাগর।

বি.দ্র. এ আমার ছদ্মনাম; এ নামেই আমি নিজেকে প্রকাশ করতে পছন্দ করি।